উদ্ভাবন পরিচিতি

উদ্ভাবনী ধারণা-১

শিরোনামঃ “ডাইফ ওয়ানক্লিক রিপোর্টিং সিস্টেম”

সমস্যার বিবরণঃ নির্ধারিত অনলাইন সিস্টেম না থাকায় প্রতিবেদন/তথ্য গ্রহণ ও প্রাপ্তিজনিত সমস্যা।

সমস্যা (সংক্ষিপ্ত বিবরণ): প্রতিমাসে ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় হতে এ পি এ প্রতিবেদন সহ অন্যান্য প্রতিবেদন বিভিন্ন ফরমেটে ই-মেইলের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ২৩টি কার্যালয় হতে ২৩টি প্রেরিত ই-মেইল থেকে সংযুক্তি ডাউনলোড করে পুনরায় প্রতিবেদন একীভূত করা হয়ে থাকে, যেটা খুবই সময় সাপেক্ষ্য এবং একইসাথে প্রতিবেদন সংরক্ষণসহ তুলনামূলক পর্যালোচনাও কঠিন হয়ে পড়ে।

সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয়?

প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রথমে প্রয়োজনীয় তথ্যের ছক নির্দিষ্ট করতে হয়

পরিদর্শন টীম থেকে ছক অনুযায়ী তথ্য চাওয়া হয়

তথ্য সংগ্রহের পর ওয়ার্ড/এক্সেল সফটওয়্যারের মাধ্যমে তথ্য একত্রীকরণ করা হয়

ই-মেইলের সংযুক্তি হিসাবে ওয়ার্ড/এক্সেল ফাইল প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়

প্রধান কার্যালয়ে সকল ওয়ার্ড/এক্সেল ফাইল থেকে ছক অনুযায়ী তথ্য পুনরায় একত্রীকরণ করতে হয়

প্রিন্ট গ্রহণের মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা হয়

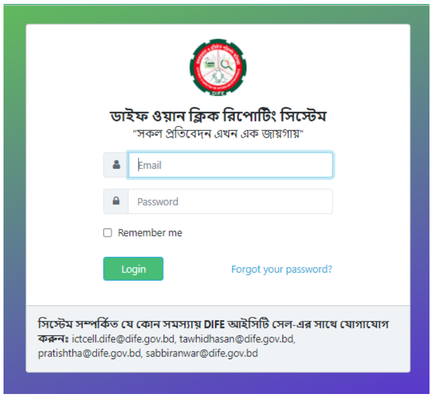

প্রস্তাবিত সমাধানঃ প্রস্তাবিত সিস্টেমে ২৩ উপমহাপরিদর্শকগণ তাদের স্ব স্ব কার্যালয় হতে রিপোর্টিং সিস্টেমের লগইন পেজে প্রবেশ করে ইউসার আইডি এবং পাসওয়ার্ড এর মাধ্যমে লগইন করে সিস্টেমে প্রবেশ করে প্রধান কার্যালয় হতে চাহিদার ভিত্তিতে নির্ধারিত টেমপ্লেটে/কলাম এ রিপোর্টিং এর কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন। একইসাথে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় অথবা মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী রিপোর্টিং কলাম পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে ডাইনামিক টেমপ্লেট এর মাধ্যমে রিপোর্টিং কলাম সাজিয়ে পুনরায় সার্ভার এ দেয়া সম্ভব হবে। সিস্টেমে সংরক্ষিত ডাটা ডাউনলোড করা যাবে। প্রতিবেদন একীভূত করাও অনেক সহজ হয়ে পড়বে। সেই সাথে এই সিস্টেমে তুলনামূলক পর্যালোচনা করাও সম্ভব হবে। জেলা কার্যালয় থেকে প্রধান কার্যালয়ে রিপোর্ট প্রদানের পূর্বে অথোরাইজেশন এর ব্যবস্থা থাকবে।

ওয়ানক্লিক রিপোর্টিং সিস্টেম - সিস্টেম আর্কিটেকচার

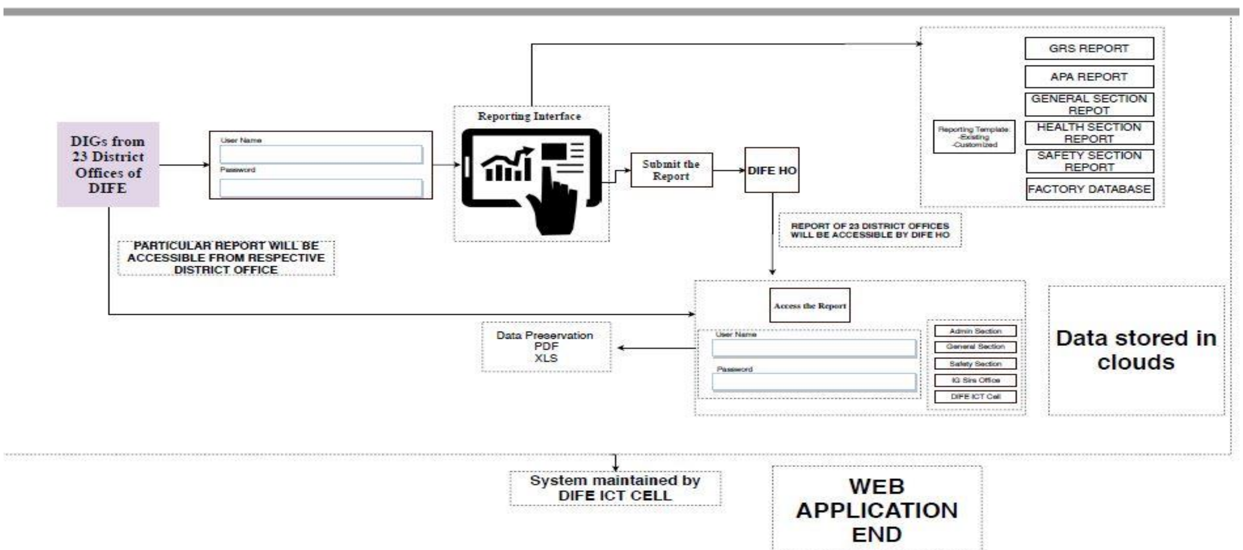

এছাড়াও, সিস্টেমটিতে প্রতিটি রিপোর্টিং মডিউলের জন্য ড্যাশবোর্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর ফলে আহরিত তথ্য বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণের (যেমনঃ তারিখ অনুযায়ী সাজানো, উচ্চক্রম এবং নিম্নক্রম অনুযায়ী সাজানো, পাই চার্ট) সুযোগ থাকবে।

ভবিষ্যতে যেকোন ধরণের প্রতিবেদন মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহ হতে সংগ্রহ করতে ডাইফ ওয়ানক্লিক রিপোর্টিং সিস্টেম প্লাটফর্মটি ব্যবহার করা যাবে।

উদ্ভাবন ধারণাটি বাস্তবায়নের ফলে সময়, খরচ ও যাতায়াতের (TCV) ক্ষেত্রে যেসকল সুফল পাওয়া যাবেঃ

সময় (Time)	:	প্রচলিত পদ্ধতিতে কম্পিউটারে ওয়ার্ড অথবা এক্সেল সফটওয়্যার ব্যবহার করে রিপোর্ট প্রস্তুত করা এবং ই-মেইল এটাচমেন্ট হিসাবে তা প্রেরণ করতে যে সময় লাগে, বর্তমান পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে লগইন করার মাধ্যমে অনলাইন ফর্ম পূরণ করতে তার অর্ধেক সময় প্রয়োজন হবে।
খরচ (Cost)	:	সময় বাঁচার কারণে খরচও বাঁচবে।
যাতায়াত (Visit)	:	যাতায়াতের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব পরবে না।

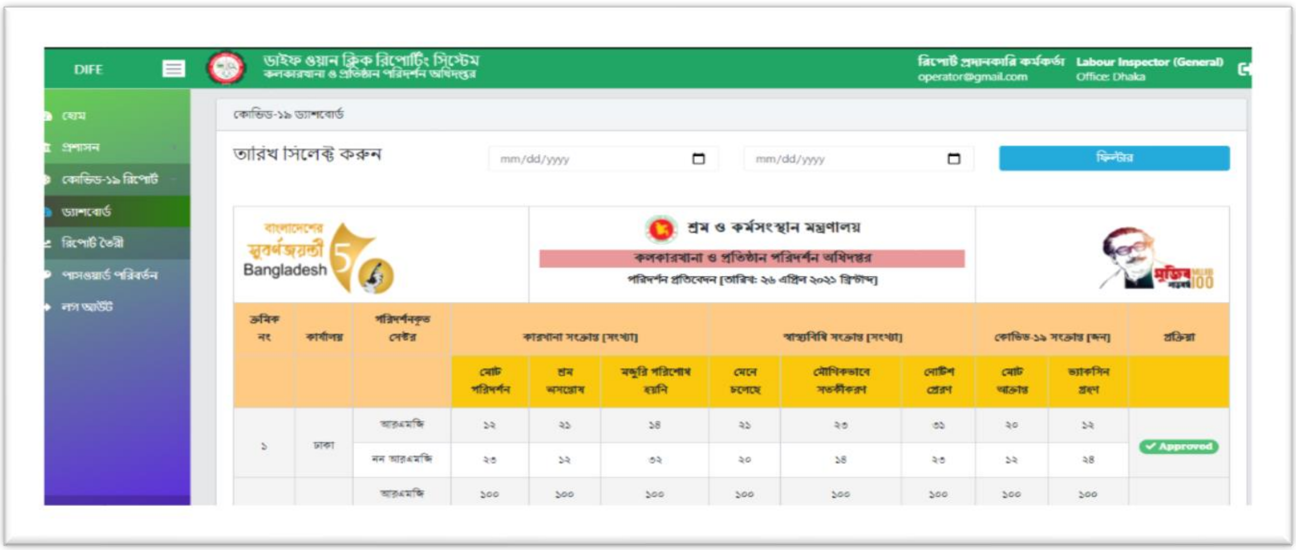

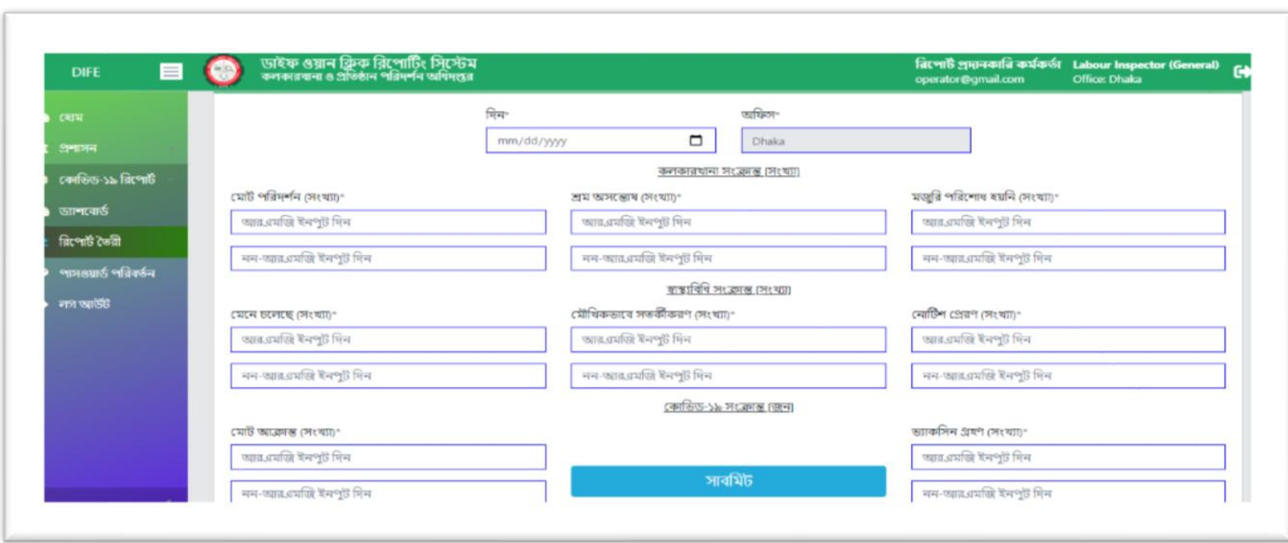

উদ্ভাবন পরিচিতি

উদ্ভাবনী ধারণা-২

শিরোনামঃ “ডাইফ একসেবা মোবাইল এপ্লিকেশন”

সমস্যার বিবরণঃ অধিদপ্তরের যেসব সেবা অনলাইনে প্রদানের ব্যবস্থা আছে সেসব সেবা একটি প্লাটফর্মে নাই।

সমস্যা (সংক্ষিপ্ত বিবরণ): কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য যেসব সেবা অনলাইনে প্রদান করা হয় সেগুলো হলো - অনলাইনে কারখানা/প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান, অনলাইনে কারখানার লে-আউট প্লান অনুমোদন, অনলাইনে কারখানা/প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রদান, অনলাইনে অভিযোগ প্রদান, ডাইফ হেল্পলাইনের মাধ্যমে সরাসরি শ্রমিকদের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ ইত্যাদি। অধিদপ্তরের বিভিন্ন সেবা বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যার ফলে নাগরিকদের সেবা সম্পর্কিত তথ্য, আইন ও বিধি বিষয়ক তথ্যাদি পেতে অনেক বেগ পেতে হয়।

প্রস্তাবিত সমাধানঃ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সেবা DIFE Eksheba Mobile Application এর মাধ্যমে একটি একক প্লাটফর্মে নিয়ে আসা হয়েছে। নাগরিকদের সেবা সম্পর্কিত এবং আইন ও বিধি বিষয়ক তথ্য, লাইসেন্স গ্রহণ এবং নবায়ন, বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ, শ্রমিকদের অভিযোগ প্রদান আরও সহজ হয়েছে।

প্রসেস ফ্লো - ডাইফ একসেবা মোবাইল এপ্লিকেশন

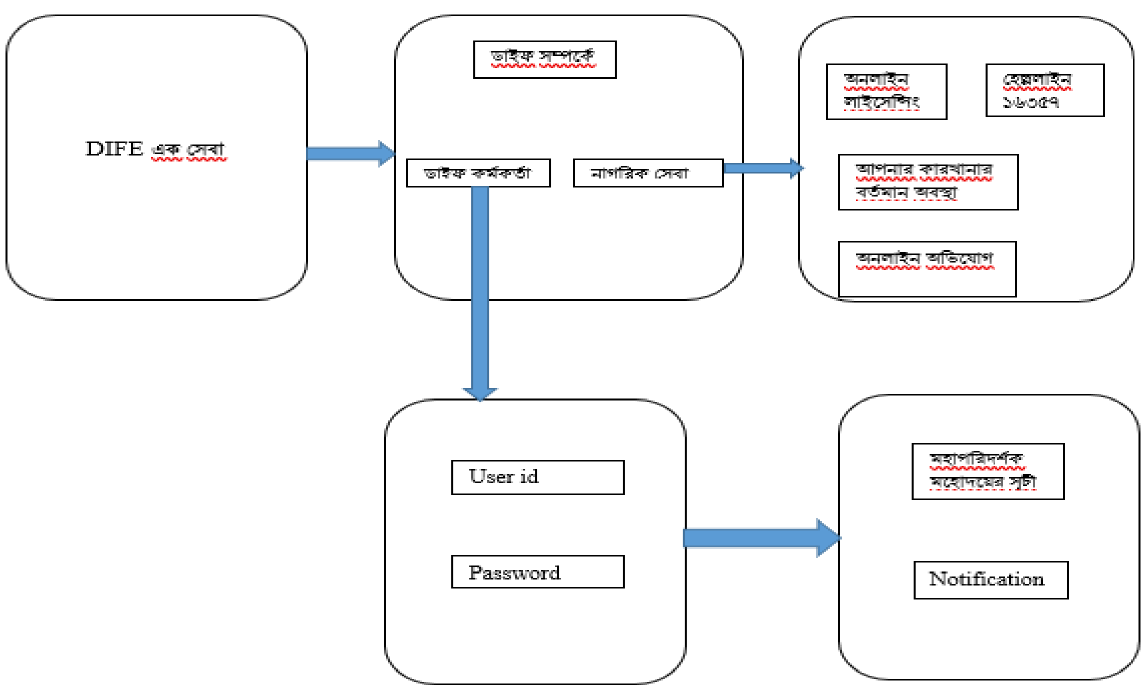

উদ্ভাবন ধারণাটি বাস্তবায়নের ফলে সময়, খরচ ও যাতায়াতের (TCV) ক্ষেত্রে যেসকল সুফল পাওয়া যাবেঃ

সময় (Time)	:	ওয়েবের বিভিন্ন পেজে থাকা সেবাসমূহ একটি মোবাইল অ্যাপে নিয়ে আসায় কাঙ্খিত সেবাটি খুঁজে পেতে সেবাগ্রহীতার সময় কম লাগবে।
খরচ (Cost)	:	কম সময়ে অনলাইনে সেবা গ্রহণের ফলে সেবাগ্রহীতার খরচ কমবে।
যাতায়াত (Visit)	:	অনলাইন সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে যাতায়াতের প্রয়োজন নেই।

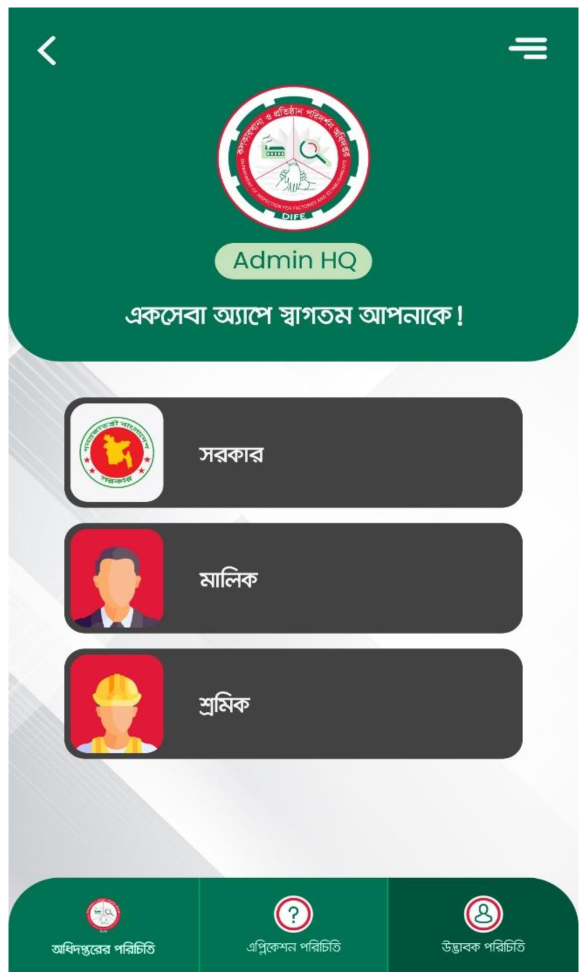

উদ্ভাবন পরিচিতি

উদ্ভাবনী ধারণা-৩

শিরোনামঃ "ডাইফ ইনভেন্টরি এন্ড রিকুইজিশন সিস্টেম"

সমস্যার বিবরণঃ প্রাপ্যতা অনুযায়ী কর্মচারীদের মালামাল প্রদান এবং স্টক হালনাগাদ করার কাজটি সম্পূর্ণ ম্যানুয়ালি হয়ে থাকে বলে তা অনেক কষ্টসাধ্য এবং এতে ভুলভ্রান্তির অবকাশ আছে।

সমস্যা (সংক্ষিপ্ত বিবরণ): দৈনন্দিন কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবার জন্য প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিভিন্ন ধরণের পণ্য যেমন - অফিস আসবাব, স্টেশনারী, ক্রোকারিজ, সংবাদপত্র/ম্যাগাজিন ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। এসব পণ্যের চাহিদাপত্র নিয়মিত বিরতিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীরা নির্দিষ্ট শাখায় প্রেরণ করে থাকেন। সরবরাহকারী শাখা চাহিদাপত্র প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে স্টক পরিদর্শন, প্রাপ্যতা যাচাই, পণ্য প্রদানের চালান ফরম, স্টক রেজিস্টার হালনাগাদের কাজ করে থাকেন। এসব কাজ ম্যানুয়ালি করা সময়সাপেক্ষ, কষ্টসাধ্য এবং এতে ভুল করার অবকাশ থাকে।

সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয়?

কর্মকর্তা/কর্মচারী চাহিদাপত্র লিখেন

কর্মকর্তা/কর্মচারী চাহিদাপত্র হিসাব শাখায় প্রেরণ করেন

হিসাব শাখার কর্মকর্তা চাহিদাপত্র এবং প্রাপ্যতা যাচাই করেন

হিসাব শাখার কর্মকর্তা স্টক যাচাই করেন

হিসাব শাখার কর্মকর্তা চাহিদাপত্র অনুযায়ী মালামাল সরবরাহ করেন

হিসাব শাখার কর্মকর্তা স্টক হালনাগাদ করেন

প্রস্তাবিত সমাধানঃ একটি ওয়েব-বেজড সফটওয়্যার থাকবে যাতে প্রত্যেক কর্মচারীর প্রাপ্যতা (সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী) সফটওয়্যার ব্যবহারকারীর পদবী অনুযায়ী প্রি-ডিফাইন করা থাকবে। প্রত্যেক কর্মচারীর নিজ নামে উক্ত সফটওয়্যারে একাউন্ট থাকবে। উক্ত একাউন্টে লগ-ইন করে তিনি পণ্যের চাহিদা পত্র একটি অনলাইন ফরম পূরণ করে প্রেরণ করবেন। পণ্য সরবরাহকারী শাখার একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জন্য 'ইনভেন্টরি ম্যানেজার' হিসাবে একটি একাউন্ট থাকবে এবং উক্ত একাউন্টে লগ-ইন করে তিনি প্রাপ্ত সকল চাহিদাপত্র তালিকা আকারে দেখতে পাবেন। সেই তালিকায় পণ্যের চাহিদার পাশাপাশি পণ্যের বর্তমান স্টক প্রদর্শন করবে। তালিকা যাচাইপূর্বক চাহিদাপত্র অনুমোদনের ব্যবস্থা থাকবে।

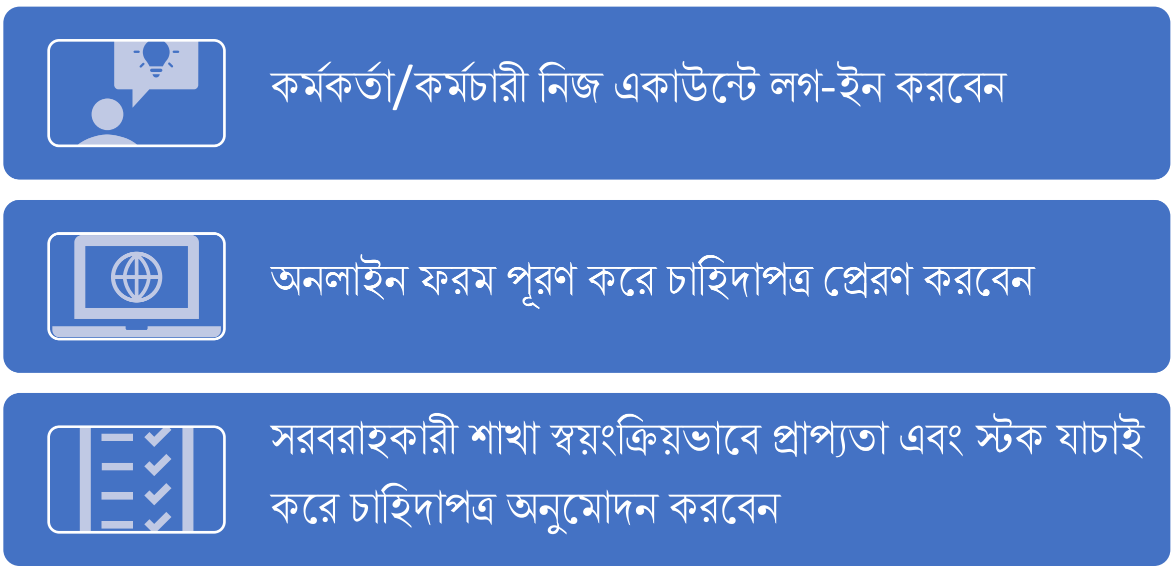

এই সিস্টেমটি উন্নয়নের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৫ মার্চ, ২০২১ তারিখে জারিকৃত "মন্ত্রণালয়/বিভাগ/মাঠপ্রশাসন/অধিদপ্তর/দপ্তর/পরিদপ্তরে কর্মরত কর্মচারীগণের অফিস আসবাব, অফিস সরঞ্জাম, স্টেশনারি, ক্রোকারিজ, সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিন প্রাপ্যতার প্রাধিকার পুনঃনির্ধারণ।" শীর্ষক পরিপত্র অনুসরণ করা হয়েছে।

সিস্টেমটি চালু হলে স্টক ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয়ভাবে করা যাবে। স্টক সম্পর্কিত প্রতিবেদন এক্সেল/ওয়ার্ড/পিডিএফ আকারে ডাউনলোড করে সংরক্ষণ করা যাবে। এর ফলে স্টক হালনাগাদ সম্পর্কিত কাজ সম্পাদনের জন্য সময় ব্যয় করতে হবে না। ভুলভ্রান্তির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে কমবে বলে আশা করা যায়।

উদ্ভাবন ধারণাটি বাস্তবায়নের ফলে সময়, খরচ ও যাতায়াতের (TCV) ক্ষেত্রে যেসকল সুফল পাওয়া যাবেঃ

সময় (Time)	:	চাহিদাপত্র অনলাইন ফরমের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে তাই সময় কম লাগবে। প্রাপ্যতা এবং স্টক যাচাই স্বয়ংক্রিয় ভাবে যাচাই করা যাবে তাই সময় বাচবে।
খরচ (Cost)	:	স্টক ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয়ভাবে হওয়ার ফলে ভুলভ্রান্তির সংখ্যা কমে আসবে। ফলে খরচ বাচবে।
যাতায়াত (Visit)	:	চাহিদাপত্র নিয়ে সশরীরে যেতে হবে না তাই যাতায়ার কমবে।